গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা
www.sadullapur.gaibandha.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৫৫.৩২৮২.০০০.১৮.০০২.২৫-২২

তারিখ: ২০ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ০৪ জানুয়ারি ২০২৬খ্রি.

সাদুল্লাপুর উপজেলাধীন ইজারাযোগ্য ২০ (কুড়ি) একর পর্যন্ত খাসবদ্ধ জলাশয়সমূহ ১৪৩৩-১৪৩৫ বঙ্গাব্দ ০৩ (তিন) বছরের জন্য ইজারা প্রদানের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাদুল্লাপুর উপজেলার নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠনকে জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ অধিশাখার গত ২৩/১১/২০২৫ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০০০.০৫০.৬৮.০০২৩.২৫.৭০৪ নং স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন তফসিলভুক্ত ২০ (কুড়ি) একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ ১৪৩৩-১৪৩৫ বঙ্গাব্দ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী ইজারা প্রদানের নিমিত্তে আগ্রহী নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী/সংগঠনের নিকট হতে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

নিম্নবর্ণিত শর্তাবলির ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও উপজেলা ভূমি অফিস, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা হতে ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা মূল্যের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (অফেরতযোগ্য) দরপত্রে (অফিস চলাকালীন সময়ে) সংগ্রহ ও দাখিল করা যাবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও উপজেলা ভূমি অফিস, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধার রক্ষিত দরপত্র বাক্সে ১৮ মাঘ, ১৪৩২ থেকে ২০ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ অর্থাৎ ০১/০২/২০২৬ থেকে ০৩/০২/২০২৬ খ্রি. সকাল ১০.০০ টা হতে বেলা ১.০০ টা পর্যন্ত দরপত্র গ্রহণ করা হবে।

জলমহালের তালিকা:

ক্র: নং	ইউনিয়নের নাম	জলমহালের নাম	জলমহালের তফসিল	মোট জমি	সরকারি নির্ধারিত মূল্য (০৩ বছরের জন্য প্রযোজ্য)	মন্তব্য
০১	খোর্দ্দ কোমরপুর	পোগাইল বিল	মৌজা: পোগাইল, খতিয়ান: ১, দাগ ১৮৪, ১৯৭-২০১, ২০৪-২০৬, ২১৬-২২২, ২২৮-২৩২	৯.৭১ একর	১,৯১,৮৩৫/-	উল্লেখ্য যে, আবেদন/দরপত্র দাতাকে দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফটের/ পে-অর্ডারের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা বরাবর আবেদন/দরপত্রের সাথে জামানত হিসেবে জমা দিতে হবে। জামানতের অর্থ ইজারা মূল্য পরিশোধের সময় সমন্বয় করা হবে। গৃহীত অর্থ দরদাতাকে ডাকের উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর ও ১০% হারে আয়কর হিসেবে জমা দিতে হবে। ইজারা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য https//sadullapur.gaibandha.gov.bd ও https//acl.sadullapur.gaibandha.gov.bd এই ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।
০২	দামোদরপুর	খুনিয়ার ডোবা/ নীলকান্তের ছড়া	মৌজা: জামুডাঙ্গা,খতিয়ান: ১, দাগ ৪১৭৫	০.৫০ একর	২,৯৭৭/-	
০৩	নলডাঙ্গা	লাহিড়ীর বিল	মৌজা: শ্রীরামপুর, খতিয়ান: ১, দাগ ২৫৫২	৭.৪২ একর	৩,৪৭,৭২৯/-	
০৪	রসুলপুর	মরানদী	মৌজা: মহিষবান্দি, খতিয়ান: ১, দাগ ১৮৭৫	১.৩৪ একর	১,১২,৪৫৫/-	
০৫	বনগ্রাম	সন্যাসদহ বিল	মৌজা: বদলাগাড়ী, খতিয়ান: ১, দাগ ৩৪০৭	০.৫৬ একর	৬,৬১৫/-	
০৬	ধাপেরহাট	বসনতারার বিল	মৌজা: পশ্চিম ভবানীপুর, খতিয়ান: ১, দাগ ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৪	৬.৫৩ একর	৪,৪৯,৯৭৮/-	

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ত (বদ্ধ) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা সিডিউল:

ক্র: নং	তারিখ ও সন	গৃহীত কাযক্রম
০১	২১ পৌষ, ১৪৩২ সনের মধ্যে অর্থাৎ ০৫/০১/২০২৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণ আবেদনে জলমহাল ইজারার আবেদন আহবান।
০২	০১ মাঘ, ১৪৩২ থেকে ১৫ মাঘ, ১৪৩২ সনের মধ্যে অর্থাৎ ১৫/০১/২০২৬ থেকে ২৯/০১/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত	অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল।
০৩	১৮ মাঘ, ১৪৩২ থেকে ২০ মাঘ, ১৪৩২ সনের মধ্যে অর্থাৎ ০১/০২/২০২৬ থেকে ০৩/০২/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মুলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল।
০৪	২২ মাঘ, ১৪৩২ থেকে ২৮ মাঘ, ১৪৩২ সনের মধ্যে অর্থাৎ ০৫/০২/২০২৬ থেকে ১১/০২/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই- বাছাই।
০৫	২৯ মাঘ, ১৪৩২ থেকে ০৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ সনের মধ্যে অর্থাৎ ১২/০২/২০২৬ থেকে ১৮/০২/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।
০৬	০৬ ফাল্গুন, ১৪৩২ থেকে ২৬ ফাল্গুন, ১৪৩২ সনের মধ্যে অর্থাৎ ১৯/০২/২০২৬ থেকে ১১/০৩/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন।
০৭	২৭ ফাল্গুন, ১৪৩২ থেকে ০২ চৈত্র, ১৪৩২ সনের মধ্যে অর্থাৎ ১২/০৩/২০২৬ থেকে ১৬/০৩/২০২৬ পর্যন্ত	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারা গ্রহীতাকে অবহিতকরণ।
০৮	০৩ চৈত্র, ১৪৩২ থেকে ১৫ চৈত্র, ১৪৩২ সনের মধ্যে অর্থাৎ ১৭/০৩/২০২৬ থেকে ২৯/০৩/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত	ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্যে ইজারা মূল্য ও অন্যান্য সরকারি করাদি জমা প্রদান এবং ইজারা গ্রহীতার সাথে চুক্তি সম্পাদন ।
০৯	০১ বৈশাখ ১৪৩৩ (১৪ এপ্রিল ২০২৬)	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া।

০৫/০১/২০২৬
(মোহাম্মদুল য়াসিন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা

শর্তাবলি:

০১। ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে অনলাইনে jmlams.gov.bd তে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা এর কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। অনলাইনে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং প্রিন্ট কপি হিসেবে দাখিলকৃত তথ্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হলে অনলাইনের তথ্যাদি সঠিক বলে বিবেচিত হবে।

০২। আবেদনকারীকে উদ্ধৃত দরের ২০% অর্থ জামানত স্বরূপ যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক হতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে দরপত্রের সঙ্গে জমা করতে হবে। উক্ত জামানতের অর্থ শেষ বৎসরে ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সিডিউল মূল্য বাবদ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা পে-অর্ডারের মাধ্যমে দরপত্রের সাথে জমা প্রদান করতে হবে।

০৩। জলমহালসমূহ কেবল নিবন্ধিত (সমবায়/ সমাজসেবা অধিদপ্তর) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতির অনুকূলে ইজারা দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবীদের (১৮-৩৫ বৎসর) নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে। কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

০৪। জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত, সে সমিতি বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার পাবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবেন না। আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমবায় সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করবেন ও বিগত দুই বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রমাণের দরকার হবে না।

০৫। আবেদনপত্রের সাথে প্রাপ্ত সদস্যদের নামের তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রকৃত মৎসজীবী হিসেবে প্রমাণিত হতে হবে।

০৬। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

০৭। আবেদনকারীকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

০৮। স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংগঠন/সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিবন্ধন কালিন অফিস ঠিকানাকে মূল ঠিকানা গণ্য করে জলমহালের দুরত্ব নির্ণয় করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে।

০৯। আবেদনকারীকে কমপক্ষে সরকারী মূল্যের সমান বা তার অধিক মূল্যে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। এর চেয়ে কম মূল্যে জলমহাল ইজারা প্রদান করা হবে না।

১০। জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ হতে শুরু হবে। বছরের যেকোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করা হোক না কেন ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে। তবে এই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে।

১১। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা হবে না।

১২। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই-বাছাই এর ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতির কোন অবৈধ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা থাকলে এবং ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত যে কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

১৩। আবেদনকারী আবেদিত জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজ মানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

১৪। জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য উপযুক্ত সংগঠন/সমিতির নামে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইজারা প্রদান করা হবে।

১৫। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

১৬। সময়মত লীজ মানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথা নিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৭। বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পেশ করবেন। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮। লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকেন তাহলে উক্ত লীজ বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১৯। ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলো ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লংঘিত হচ্ছে কি-না সে জন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় যাচাই বাছাই করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া গেলে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২০। বন্দোবস্ত/ইজারা প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে জলমহাল ও পুকুর ইজারা সংক্রান্ত নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা করা হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

২১। বন্দোবস্ত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয় সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয় তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২২। যে সকল জলাশয় সমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদানে বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২৩। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না। সরকারি জলমহালের তীরে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত গ্রহীতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন ।

২৪। সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী সমিতি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ইজারা মূল্যের অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট ও ১০ % আয়কর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করবেন।

২৫। জলমহাল/খাস পুকুর সমূহ যে অবস্থায় আছে তদাবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। দরপত্র দাখিলের পূর্বেই জলমহাল সরজমিনে পরিদর্শন করে প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে শুনে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৬। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

২৭। বন্দোবস্ত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

২৮। ইজারাকৃত জলামহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। বন্দোবস্ত গ্রহীতা সরকারি জলমহালে বিষ প্রয়োগ করে কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল দ্বারা বা মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ অন্য কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না।

২৯। জলমহালসমূহের তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচ গাছের সৃষ্টি করতে হবে, যা মাছ চাষের নিরাপদ আশ্রয় ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।

৩০। বর্তমান প্রচলিত নীতিমালা এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সকল বিধি-বিধান/আইন-কানুন বন্দোবস্ত গ্রহীতা মানতে বাধ্য থাকবেন ।

৩১। জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে।

৩২। ইজারা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা ও সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারি বিধান সমূহ ইজারা গ্রহীতাকে মেনে চলতে হবে।

৩৩। স্বত্ব মামলাভূক্ত জলমহাল/খাস পুকুরের ক্ষেত্রে ইজারা প্রদানের বিষয়ে বিধি নিষেধ আরোপিত না থাকলে ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৩৪। কোন জলমহাল/খাস পুকুর ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকলে বা ইজারা কার্যক্রম গ্রহণের কোন পর্যায়ে কোন স্বত্ব মামলার উদ্ভব হলে/কোন বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী হলে ইজারাকৃত মূল্য ফেরত প্রদান করা হবে না বা কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩৫। কোন জলমহাল/ খাস পুকুর ইজারা কার্যক্রমের পর্যায়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৩৬। যে সমস্ত জলমহালের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা/আদালত কর্তৃক স্বত্ব মোকদ্দমা/কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বারিত করা হয়েছে সে সমস্ত জলমহাল/খাস পুকুর এ বিজ্ঞপ্তির আওতামুক্ত থাকবে অর্থাৎ সে সমস্ত মহালের ক্ষেত্রে এ বিজ্ঞপ্তির কার্যকারিতা থাকবে না ।

৩৭। সর্বাবস্থায় সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ এই নীতিমালার আলোকে বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

৩৮। পরিপত্রের সাথে সমিতির সকল সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী মর্মে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হালনাগাদ প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

৩৯। সর্বক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪০। জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি https//sadullapur.gaibandha.gov.bd ও https//acl.sadullapur.gaibandha.gov.bd ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

স্মারক নং- ০৫.৫৫.৩২৮২.০০০.১৮.০০২.২৫- ১২

তারিখ: ২০ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ০৪ জানুয়ারি ২০২৬খ্রি.

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো-

০১। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর, বিভাগ, রংপুর।
০৩। জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা।
০৪। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা।
০৫। অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গাইবান্ধা।
০৬। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাইবান্ধা। (বিজ্ঞপ্তিটি বহল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)
০৭। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তর, গাইবান্ধা। (উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)
০৮। জেলা তথ্য কর্মকর্তা/ জেলা সমবায় কর্মকর্তা/ জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা। (উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)
০৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....(সকল), গাইবান্ধা। (উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)
১০। সহকারী কমিশনার (ভূমি).....(সকল), গাইবান্ধা। (উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)

১১। উপজেলা ..... কর্মকর্তা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা। (উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো) এছাড়া উপজেলা ইজারা কমিটির সদস্য হিসেবে দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়ে ইজারা কমিটির সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১২। চেয়ারম্যান ..... ইউপি (সকল), সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা। (বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো) এছাড়া উপজেলা ইজারা কমিটির সদস্য হিসেবে দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়ে ইজারা কমিটির সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৩। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা.....(সকল), সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা। (বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪। সম্পাদক..... পত্রিকা, তাকে বিজ্ঞপ্তি একদিনের জন্য সাশ্রয়ী আকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অত্রাফিসে ০৩ (তিন) কপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৫। সভাপতি/সম্পাদক..... মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা।

১৬। জনাব .....সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা।

১৭। অফিস কপি।

০৪/০১/২০২৬

(মোঃ জসিম উদ্দিন)
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা